যুগান্তর

তারিখ 11 DEC 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

ঢাবিতে ২১তম স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীকে শিক্ষক নিয়োগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিভাগের প্রথম সারির শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ২১তম স্থান অধিকারী এক শিক্ষার্থীকে। গত ৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ নিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রো-ভিসি অধ্যাপক নাসরিন আহমাদ। তিনি বলেন, আমি ঘটনাটি জানি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডের সমর্থন করি না। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদভুক্ত ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগে নিয়োগের সুপারিশপ্রাপ্ত ওই প্রার্থীর নাম টুম্পা দাশগুপ্ত। কিন্তু তাকে নিয়োগের সুপারিশের কারণে মেধাতালিকায় তার আগের অন্য প্রার্থীরা বাদ পড়েছেন। এক্ষেত্রে সেখানে ছিল না সিলেকশন বোর্ড এবং বিভাগের সিঅ্যান্ডডির (উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি) সমর্থন। জানা যায়, বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সিন্ডিকেট মোট ৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে। তারা হলেন, মুহাম্মদ শাহাদাত বিন সাইদ এবং অভিজিৎ। কিন্তু সিন্ডিকেটে রহস্যজনক কারণে নিয়োগের ভাইভায় অংশ নেয়া ১১ জনের কম যোগ্যতাসম্পন্ন টুম্পা দাশগুপ্তকেও নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ তার চেয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী ছিল।

সিলেকশন বোর্ড সূত্র জানায়, নিয়োগের সুপারিশপ্রাপ্ত টুম্পার মোট সিজিপিএ ৭.৬৩। তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মাত্র একটি। কোনো গবেষণা প্রবন্ধ নেই। অপরদিকে নিয়োগবঞ্চিত অন্য প্রার্থীদের মধ্যে একজন হলেন মিসেস ইশরাত জাহান। অভিযোগ উঠেছে, নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্য বিবরণীতে ইশরাতের মন্তব্যের ঘরে 'অনার্স তিন বছরে সম্পন্ন' কথাটি লেখা হয়েছে। অথচ তিনি চার বছর মেয়াদি অনার্স পাস করেছেন। তার বিভাগীয় ফলাফলে অনার্স ও মাস্টার্সে অবস্থান যথাক্রমে তৃতীয় এবং দ্বিতীয়। এভাবে অন্যান্য প্রার্থীও টুম্পার তুলনায় মেধাতালিকায় এগিয়ে।